হল—(১) অস্ত্রের চোরাকারবার, (২) অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি (৩) মাদক চোরাচালান, (৪) ভুয়ো ঠিকানা ও পরিচয় প্রদান করে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে টাকা ফেরত না দেওয়া, (৫) বিভিন্ন ভুয়ো বিনিয়োগ প্রকল্প প্রদর্শন করে জনগণের কাছ থেকে টাকা আদায় করা, (৬) ব্যাংক ডাকাতি, (৭) চাঁদা আদায়, (৮) জাতিগত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা, (৯) হুন্ডি ও মিথ্যে বরাত পাওয়া, (১০) ভুয়ো সেবামূলক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থা স্থাপন করে সরকার ও সাধারণ মানুষও বিদেশি সরকার ও সংস্থা থেকে টাকা আদায় করা ; ইত্যাদি।

বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রভাব (Effect of International Terrorism on World System) : ৯/১১-র ঘটনা সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। বিশ্বব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শান্তি ও নিরাপত্তার খোঁজে একে অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। শান্তি, ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদকে বিতাড়িত করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে তাতে বহু দেশই এগিয়ে এসেছে। সারা বিশ্বে যখন সন্ত্রাসবাদ এর আগে থাবা বসিয়েছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়নি। নিজের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদ যখন নিজেকে আক্রমণ করেছে তখনই টনক নড়েছে। সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে বিশ্ব দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে মুসলিম দুনিয়া ও খ্রিস্টান দুনিয়া। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ খ্রিস্টান দুনিয়ার ডাকেই সারা দিয়েছে জাতীয় স্বার্থের তাগিদে। বিশ্বায়নের যুগে সন্ত্রাসবাদেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদের কী কী প্রভাব পড়েছে তা উল্লেখ করছি—

(১) নতুন ধরনের নিরাপত্তাজনিত হুমকির সৃষ্টি করেছে। নতুন নিশানা হিসেবে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার করছে, তেমনি করছে দূর নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরক। বিমান, বাজার, ধর্মস্থান, পার্লামেন্ট, বিমান ঘাঁটি, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত।

(২) ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তী সন্ত্রাসবাদকে অনেক দেশ বিদেশ নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে যেমন পাকিস্তান, আফগানিস্তান, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ। প্রায় সকল দেশের বিদেশ নীতিতে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নীতি। ভারত, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতিতে এটি যুক্ত হয়েছে।

(৩) সন্ত্রাসবাদ দমন করার নামে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের কৌশলটিও উল্লেখ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে প্রচার চালাচ্ছে যে, ইরাক ও আফগানিস্তানে এমনকি লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সন্ত্রাসবাদমুক্ত প্রশাসন ফিরিয়ে আনাই তার লক্ষ্য। কিন্তু প্রকৃত স্বার্থ হল প্রভাব বিস্তার, রণকৌশলগণ অবস্থান স্থির করা।

(৪) সন্ত্রাসবাদের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। যেমন—ভারতের সাথে পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে তিক্ততর হয়েছে। "পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রাথমিক শর্ত হল, বন্ধ করতে হবে সন্ত্রাস এবং মুম্বই সন্ত্রাসে অভিযুক্তদের পাশাপাশি জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সইদেরও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে"—এই মন্তব্য করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৮ এপ্রিল ২০১২ পাক রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে নতুন দিল্লিতে। বাংলাদেশে ছিল ভারত বিরোধী ১৪৪টি জঙ্গি সংগঠন (খালেদা জিয়ার সময়ে ২০০১-২০০৬)। ভারতের জঙ্গিরাও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ISI ও তালিবান মদত রয়েছে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে। ভারতের নিষেধাজ্ঞাও বাংলাদেশ শোনেনি বি.এন.পি.-জামাত-ই-ইসলাম দলের জোট সরকার (২০০১-২০০৬)।

Scanned with CamScanner

ভারত-বিরোধী নাশকতার প্রশ্নে আল কায়দা ও আই. এস. আই. দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ২০০৬-২০০৮ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশের সরকারও বিষয়টি নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ বুঝিয়ে দিতে ভারতের বিদেশ সচিব শিবশংকর মেনন ২০০৭ সালের জুনে বাংলাদেশ সফরে যান। তখন ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে আই. এস. আই.-এর বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে ভারতের উদ্বেগ রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ 'আর্গনাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিজ' থেকে যে অর্থ পায় তা জঙ্গি সংগঠনের কাছে চলে যায়। ভারতের সাথে শ্রীলঙ্কা, ইসরায়েল-এর সাথে আরব দেশসমূহের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশ্বের মুসলমান দেশসমূহের সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে তিক্ততর হয়েছে।

(৫) সন্ত্রাসবাদ দমন করার নামে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের ওপর আক্রমণ করেছে। নতুন নিশানা হিসেবে রেখেছে ইরানকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এশিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করছে সন্ত্রাসবাদের নামে। বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে দক্ষিণ এশিয়ায়, রণকৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করছে নিরাপত্তার নামে।

(৬) স্যামুয়েল হান্টিংটনের বক্তব্য বাস্তবায়িত হয়েছে কারণ ৯/১১ ঘটনার পর বিশ্বে সত্যিই খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মুসলমান একনায়কদের উৎখাত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে NATO।

(৭) বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে দু'ধরনের জোট তৈরি হচ্ছে। একটি জোট তৈরি করেছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ (সন্ত্রাসবাদকে চালানোর জন্য)। অন্যদিকে যে জোট সৃষ্টি হয়েছে তা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের ভারত, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আরও রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে (সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করার জন্য)।

(৮) ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে আগে চ্যালেঞ্জ ছিল কমিউনিজম্ আর এখনকার চ্যালেঞ্জ হল টেরোরিজম্।

(৯) সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'অ্যান্টি টেরোরিস্ট অ্যাক্ট' তৈরি করেছে ভারতও করছে 'প্রিভেনশন অব্ টেরোরিস্ট অ্যাকটিভিটিজ অ্যাক্ট' (POTA)২০০২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরকম আইন প্রণীত হয়েছে।

(১০) আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন মদতপুষ্ট নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে।

(১২) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব অর্থনীতি এবং আক্রান্ত প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। ৯/১১-র পর মার্কিন অর্থনীতি মন্দার শিকার হয়। মুম্বাই হামলার পরে ভারতের অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ (Various Terrorist Groups in the World)ঃ বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ এখন এক জালিকা তৈরি করেছে যে সারা বিশ্বের নিরাপত্তার বেষ্টনী এর দ্বারা জড়িয়ে গিয়েছে, যা থেকে আশু মুক্তির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল—

Scanned with CamScanner

আল কায়দা ঃ এটি ওসামা-বিন-লাদেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে। দুনিয়া জুড়ে ইসলামিক ঐতিহ্য ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামিক চরমপন্থী জঙ্গি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাদেন ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে, যার শাখা রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।

আবু নাদাল সংগঠন ঃ পি. এল. ও. থেকে ভেঙে ১৯৭৫ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০টি দেশে আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালিয়েছে। ১৯৮৮ সালে এর নতুন দপ্তর হয় ইরাকে। লেবানন, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত।

হামাস ঃ ১৯৮৭ সালে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল ইসরায়েল রাষ্ট্রের জায়গায় ইসলামিক প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র গঠন করতে। গাজা ভূখণ্ডে ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে এর প্রধান ঘাঁটি। ইরান, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র থেকে এই সংগঠন আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

পি. এল. ও. ঃ এটি ১৯৬৭ সালে প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য গঠিত হয়েছে। সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল এবং এদের দ্বারা দখলিকৃত ভূখণ্ডে এরা সক্রিয়। সিরিয়া এদের নিরাপদ স্বর্গ ও সাহায্যদাতা দেশ।

হিজবুল্লাহ্ গোষ্ঠী ঃ লেবাননের হিজবুল্লা গোষ্ঠী মূলত চরমপন্থী শিয়া সম্প্রদায়ের জঙ্গি সংগঠন। এটি ইসরায়েলের বিরোধিতা করে এবং ইরান দ্বারা প্রায়শই নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি বিকা উপত্যকা ও বেইরুটে খুব প্রভাবশালী।

আবু সাইফ গোষ্ঠী ঃ ফিলিপিন্সের জঙ্গি সংগঠন হলেও পশ্চিম এশিয়ায় ও আফগানিস্তানে এই গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর মূল দাবি হল দক্ষিণ ফিলিপিন্সের কিছু এলাকা নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

সাফি গ্রুপ ঃ এটি আলজেরিয়ায় খুব শক্তিশালী, যারা সরকার বিরোধী গোষ্ঠী। আলজেরিয়ার সরকার ইরান ও সুদানকে দায়ী করে এই জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করার জন্য। ইয়ামেনের জঙ্গি সংগঠন হল আনসার-আল-শরিয়া, এটি ইসলামিক জিহাদি গোষ্ঠী। স্পেনের জঙ্গি সংগঠন হল 'Basque Fatherland and Liberty' যারা স্পেনের উত্তর অংশে মার্কসীয় নীতির ভিত্তিতে পিতৃভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লিবিয়া, লেবানন এবং নিকারাগুয়াতে এরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আল-গামা-আল-ইসলামিয়া, মিশরের সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। এটি চায় মিশরে ইসলমিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। সুদান, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, আস্ট্রিয়া ও ইয়ামেনে এদের উপস্থিতি রয়েছে। আল-জিহাদ মিশরের আরও একটি জঙ্গি সংগঠন, যেটি আল কায়দার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের নেটওয়ার্ক ইয়ামেন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, লেবানন ও ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। তুরস্কের জঙ্গি সংগঠন হল কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি, যার উদ্দেশ্য তুরস্কের দক্ষিণ অংশে একটি কুর্দ রাষ্ট্র গঠন করা। সিরিয়া, ইরান ও ইরাক এই জঙ্গি সংগঠনের আশ্রয়স্থল। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি হল আয়ারল্যান্ডের জঙ্গি সংগঠন ; এর মূল লক্ষ্য হল আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশ থেকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করা। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জামাত-উদ-দাওয়া, এটি ISI ও আরগানাইজেশন অব্ ইসলামিক কান্ট্রিজ (IOC) থেকে মদত পায়। এই সংগঠনটি ২০০৮ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণে জড়িত ছিল। ভারতের জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জৈশ-ই-মুহম্মদ, যারা ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে (নতুন দিল্লি) বোমা বিস্ফোরণ করেছিল। হরকত-উল-মুজাহিদ্দিন জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালায় ক্রমাগত।

Scanned with CamScanner

লস্কর-ই-তৈবা অপর একটি জঙ্গি সংগঠন যার জন্ম ১৯৮৯ সালে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন। এর সদস্যরা পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নেয়।

লক্ষ্য ও আক্রমণের নিশানা (Targets) ঃ সন্ত্রাসবাদীদের মূল উদ্দেশ্য হল ভীতি প্রদর্শন করা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড়ো বড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহের লক্ষ্য থাকে তাদের দ্বারা কৃত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যাতে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো চেষ্টা করে সর্বাধিক ভয় দেখিয়ে জনগণ বা সরকারের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করা। আবার অনেক সময় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৭৫ সালে প্যালেস্টাইনি জঙ্গিরা জেরুজালেম-এর ওপর আক্রমণ ঘটিয়েছিল জনপ্রিয়তা অর্জনে জন্য। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহের আক্রমণের নিশানা হল নিরীহ মানুষ, ধর্মস্থান, মার্কেট কমপ্লেক্স, বাজার, হাসপাতাল, ভিড় ট্রেন, স্টার হোটেল, ভিড় বাস, ব্যবসা কেন্দ্র, শিক্ষাঙ্গন, বিমানবন্দর, সাবওয়ে প্রভৃতি। আতঙ্ক বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায় এজন্য যে, সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাতে ভবিষ্যতে প্রতিআক্রমণ না করা হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রপ্রধানদের দূর নিয়ন্ত্রিত বোমার সাহায্যে হত্যা করেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও নিশানায় রাখছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীরা। সামরিক বাহিনী পুলিশ প্রশাসনকে ল্যান্ডমাইন বা আগ্নেয়াস্ত্র মারফত শিকারের নিশানা হিসেবে ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে হফ্‌ম্যান (Hoffman) মন্তব্য করেছেন, "it must be recognised that terrorism is fundamentally a form of psychological warfare."

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ (Global Anti-Terror Initiatives) ঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বের কাছে এক বড়ো সমস্যা যার সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেমন বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে, তেমনি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সংকল্প (resolution) গ্রহণ করেছে। দু'টি সংকল্প হল Resolution ১৩৬৮ ও ১৩৭৩। এখানে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এক হুমকি। 'সিকিওরিটি কাউন্সিলস্ কাউন্টার টেরোরিজম্ কমিটি' সন্ত্রাসবাদ দমনে এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করবে এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। হেগ-এ ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট' স্থাপিত হলেও সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রবর্গ নিজেদের মধ্যে যৌথ কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু সমস্যা হল পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। ভারতের কাছে পাওয়া প্রমাণ ও CIA-র মাধ্যমে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। লাদেনকে ২০১১ সালে পাকিস্তানেই হত্যা করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ গত এক দশক জুড়ে তালিবান ও আল কায়দার সাথে লড়াই করছে পাকিস্তানের মাটি থেকে। পাকিস্তান এ যুদ্ধে মার্কিন সহযোগী। অথচ হাজার হাজার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করার পরও পাকিস্তান লাদেনকে নিজের আস্তানায় রেখে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবকিছু জেনেও কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার সম্ভাবনা খুবই কম আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার ব্যতিক্রম নয়। জাতি-রাষ্ট্রসমূহ সতর্ক হয় কড়া হাতে যদি অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ

Scanned with CamScanner

না করে তা হলে তাদের পরিণতি হবে লেবানন, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো। আবার যদি সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিয়ে চুপ করে তার বিবর্তন দেখতে বসে তাহলে তার পরিণতি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো।

৭.৩ সমসাময়িক বিশ্বে নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জসমূহ (Security Threats in the Contemporary World)

জাতি-রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা এক বড়ো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমানে। নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ

আত্মঘাতী আক্রমণের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি পাইপ বোমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Department of State' সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের হিসেব রাখার পুরোনো পদ্ধতি বাতিল করে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—২০০৪ সালে বিশ্ব জুড়ে ৩১৯২টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে মৃত্যু হয়েছে ২৮,৪৩৩ জন। মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ। আতঙ্ক এমনভাবে ছড়ায় যাতে করে কোনো একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নাম শুনলেই সমগ্র জাতি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ৯/১১ ঘটনার পর মার্কিন নাগরিকদের মনে এমন ভীতি জন্মেছে যে, আল কায়দা হয়তো যে কোনো মুহূর্তে বিশাল হামলা চালাতে পারে। গণমাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করে ভীতি প্রদর্শন করে বড়ো সন্ত্রাস গোষ্ঠীসমূহ। সন্ত্রাসবাদের মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিমালার প্রভাব মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওপর পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য 'Department of Homeland Security' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওয়াশিংটন স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে যাবে না, যাবে স্থানীয় অগ্নি নির্বাপণ বাহিনী, পুলিশ এবং জরুরি মেডিক্যাল আধিকারিকরা। যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক বিমানে যাত্রা করার সময় এবং বিমান বন্দরে থাকাকালীন অবস্থায় যাত্রীরা বিমান অপহরণ, বোমা বিস্ফোরণের আতঙ্কে ভোগে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন পন্থাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(১) কৃষি-সন্ত্রাসবাদ—যা কৃষিপণ্যে বিষ মিশিয়ে করা হয় ;
(২) বিমান ছিনতাই করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ;
(৩) জৈব-রাসায়নিক পদার্থ জলে, খাবারে বা বায়ুমণ্ডলে মিশিয়ে জনগণকে মেরে ফেলা ;
(৪) গাড়িতে বোমা রেখে গাড়ি সমেত উড়িয়ে দেওয়া ;
(৫) নোংরা বর্জ্য ভর্তি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ;
(৬) ইন্টারনেট ব্যবহার করে হুমকি দিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো ;
(৭) বিস্ফোরক (RDX) বিভিন্ন পাত্রে রেখে ভিড়ের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো ;
(৮) ব্যক্তি বিশেষ মারফত আতঙ্ক ছড়ানো (মাওবাদী নেতা কিষেণজি)
(৯) পত্র মারফত প্রেরিত মাইক্রো বোমার মাধ্যমে ;
(১০) পরমাণু বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার আতঙ্ক বিস্তার ;
(১১) হত্যার প্রচার ঘটিয়ে ;
(১২) বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে গুলি করে হত্যা করে (রাশিয়ার বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রদেরকে এক প্রেক্ষাগৃহে বন্দি করে চেচেন জঙ্গিরা হত্যা করেছিল) ;
(১৩) মানব বোমা বা আত্মঘাতী বোমার মাধ্যমে ;
(১৪) ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ;
(১৫) রকেট ও মর্টার ব্যবহার করে ;
(১৬) রাষ্ট্রবর্গ নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে নতুন মাত্রার সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে। যেমন ঃ U.S.A, পাকিস্তান।

Scanned with CamScanner